রাজ্যে তা নিছক দেশ মাতৃকার পটভূমি ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতার

প্রেমপর্য্যায় ঃ জীবন মরণ বিহারী প্রেম, লোক থেকে লোকান্তরে সমগ্র প্রবহমান ভূলোক দ্যুলোককে ঝঙ্কৃত করে শুচিতার এক অনির্ব্বচনীয় আসনে আসীন। সে শুধু প্রেম দিতেই জানে। অতৃপ্ত চাওয়া-পাওয়া কামনা বাসনার দহনজ্বালা পরমে উৎসর্গীকৃত হয়ে মুক্ত এবং তা পূজারই রূপান্তর। তাই কবির চিন্তায়—"দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই দিই তাই দেবতারে...দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"। কবির জীবন-বীণার এই স্বর্গীয় প্রেমচিন্তা অনুরণিত হয়ে এক দুর্লভ অপার্থিব সুরধুনীর সৃষ্টি মর্ত্ত্যলোককে করেছে তীর্থবতী। ফলে রবীন্দ্র সৃষ্ট প্রেম পর্য্যায়ের গানগুলি নৈসর্গিক প্রেমাভিসার থেকে মুক্তি পেয়ে পূজার শুচিতায় ভাস্বর। রবীন্দ্র সৃষ্ট সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে একই ভাব ও সুরের গভীরতা অনুরণিত হয়ে প্রেমরূপ পূজার এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রকাশমান।

প্রেমসঙ্গীত কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রেমোপলব্ধির বর্ণনা নয়। রবীন্দ্র প্রেমসঙ্গীত হল মানুষের হৃদয়ের সেই দুর্জ্জয় আবেগের প্রতিরূপ যা যুগের বাঁধন পেরিয়ে কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষকে অনির্ব্বচনীয় সুখ দুঃখানুভূতিতে প্লাবিত করেছে, যেখানে বিরহে দুঃখ

নেই, মিলনে সুখ নেই, যে অনুভূতির দোলায় গোলাপের পাপড়ি বিকশিত হয়, সেই অনুভূতির পরশে কবির মন নেচে ওঠে। প্রেম বারে বারে নব নব রূপে কবির কাছে ধরা দিয়েছে। প্রেমের নবনিত্য রসধারায় তাঁর চিত্তের দুকূল জুড়ে প্লাবন বয়েছে। এই প্রেম প্লাবনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সৃষ্টির অসীম লীলা—"প্রেমের মধ্যে সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ নানা আভাস। এমনি করে অন্তর-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্ম্মিত হতে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্ব্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব।"

বিরহ বেদনার পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস আর চুঁইয়ে পড়া নেপথ্যের অশ্রুতে সিক্ত তাঁর প্রেমরাজ্যের প্রেম সঙ্গীতগুলি চির প্রেমময়ের সান্নিধ্যে ধাবমান।

মিলনের রক্তিম ঝঙ্কারের তুলনায় বিরহের দুঃখ কাতর, অশ্রুসজল, অন্তহীন শোক তাঁকে অনেক বেশী অভিভূত করেছে। জীবনের ঘাটে ঘাটে কল্পলোকবাসিনীরা 'স্বপ্নচারিণী', 'বিদেশিনী'-র রূপ ধরে তাঁর কাছে এসেছে। বহন করে নিয়ে এসেছে অজানা দেশের, অজানা জগতের পুষ্পভারে অবনতা মূর্ত্তিমতী প্রেমময়ীর সংবাদ। দৈনন্দিনতার ভারে ক্লিষ্ট জগৎ ছাড়িয়ে গড়ে উঠেছে কবির প্রেমজগৎ। এখানে বিরহের শ্রাবণ মেঘভার, মিলনের সূর্য্যস্নাত দিনের চেয়েও কবির কাছে মোহনীয়। হৃদয়ের গভীরতম দ্বীপে, নোনা জলের আলিঙ্গনে স্নাত চির একাকী কবি, দুঃখ নদীর পাড় থেকে কুড়িয়ে আনা ঝিনুক দিয়ে গেঁথে চলেছেন নানা রঙের মালাখানি। গভীর আকাঙ্ক্ষায় রঞ্জিত হৃদয়ার্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে পড়েছে অপেক্ষাক্লান্ত বিরহের বালুকাবেলায়। কবির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শান্ত, পূর্ণতর বোধে কবির দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বিরহ-মিলনের আপেক্ষিকতা ছাড়িয়ে অসীমের পানে। ব্যক্তির হৃদয় হতে উঠে আসা গূঢ় দুঃখ, বেদনা সমগ্রের সাথে মিলিত হবার জন্য দুহাত প্রসারিত করেছে। নিম্নে প্রেম পর্য্যায়ের কিছু গান দেওয়া হল ঃ—

(১) 'গানের ভেলায় বেলা অবেলায়', (২) 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে', (৩) 'দীপ নিবে গেছে মম', (৪) 'হৃদয়ের একূল ওকূল', (৫) 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা', (৬) 'দিনের পরে দিন যে গেল', (৭) 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', (৮) 'হায় রে, ওরে যায় না কি জানা', (৯) 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে', (১০) 'দে পড়ে দে আমায় তোরা', (১১) 'ও দেখা দিয়ে চলে গেল', (১২) 'আজি মোর দ্বারে কাহার', (১৩) 'আমার পরাণ লয়ে', (১৪) 'আমার অঙ্গে অঙ্গে', (১৫) 'চিত্ত পিপাসিত রে', (১৬) 'আমার মনের মাঝে যে গান বাজে', (১৭) 'তোমায় গান শোনাব'।

প্রকৃতির বক্ষে চক্রাকারে চলেছে ছটি ঋতুর লীলা। আর তাকে